ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি

মুফতী হারুন রসূলাবাদী

ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি

মুফতী হারুন রসূলাবাদী
লেখক, সম্পাদক ও গবেষক
চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সংস্থা বাংলাদেশ
শাইখুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসা, সাভার, ঢাকা
সম্পাদক, মাসিক ভুল সংশোধন পত্রিকা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন, প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস-

আল্লামা মুজাফ্‌ফর হুসাইন দা. বা.

শাইখুল হাদীস দারুল উলূম মাদরাসা মিরপুর-১৩ ঢাকা,
খতীব-শাহজাদী বেগম জামে মসজিদ, নয়াবাজার-ঢাকা-এর

অভিমত ও দুআ

ওয়াজ, বক্তৃতা, ভাষণ ও বয়ান আলেম-উলামা পীর মাশায়েখ মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাস্‌সির, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবি, ইসলামী চিন্তাবিদ ও জ্ঞানবান শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এহেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অনেকেই যত্ন সহকারে অনুশীলন করেন না। নিজের খেয়াল-খুশি মতো, গতানুগতিক ধারায় কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যান, বানোয়াটি ও কৃত্রিমতা আজ অনেককেই গ্রাস করে ফেলেছে। যার দরুন বক্তৃতা মানুষের অন্তরে তেমন ক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। অথচ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ভীত্‌ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন সংগ্রামী আলেম সমাজ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবিগণ বক্তৃতার মাধ্যমেই। প্রতিটি বিপ্লবের পেছনেই রয়েছে এক শ্রেণীর কুশলী বক্তার নিরলস বক্তৃতার অপরিসীম অবদান। এক কথায় সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে বক্তৃতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামের জীবনাদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য বক্তৃতা একটি গুরুত্বপূর্ণও কার্যকর মাধ্যম। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, বর্ণনা ভঙ্গির আকর্ষণীয়তা ও ভাষার লালিত্যের কারণে শ্রোতারা মুগ্ধ হয় বক্তার প্রতি। ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য মনীষী বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। নিকট অতীতে ও বর্তমানে বেশ কয়েকজন আলেমেদ্বীন এই ক্ষেত্রে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন এবং তাদের দ্বারা উম্মতের অনেক উপকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

যাই হোক, শুধু কণ্ঠশীলনের মাধ্যমেই বক্তা হওয়া যায় না। এর জন্য আবশ্যক হলো চিন্তার স্বচ্ছতা, শুদ্ধ ভাষা, শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং জ্ঞান অন্বেষণ। কোনো শিশুই এসব গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না এসব অর্জন করে নিতে হয়। আর অর্জনের জন্য শিক্ষা ও চর্চার বিকল্প নেই। আর এ সংক্রান্ত কলা-কৌশল ও নিয়ম-পদ্ধতির বই বাজারে দু-একটি বের হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ দিকটার প্রয়োজন অনুভব করে আমার স্নেহাস্পদ মুফাস্‌সিরে কুরআন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, মুফতী হারুন রসূলাবাদী 'ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি' বইটি রচনা করেছে। বইটি বক্তা, শ্রোতা, আয়োজক, পরিবেশক, পরিচালক উপস্থাপক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলেরই উপকারে আসবে। মোটকথা বক্তৃতা জগতে যারা মনমরা, ভীতু, নিরুৎসাহী তাদেরকে যথেষ্ট পথ দেখাবে। আর নবীন প্রবীন সকলের জন্য আশার আলো হয়ে থাকবে। আমি সকল শ্রেণীর বক্তাদের প্রতি অনুরোধ করছি বক্তৃতা ও ওয়াজের প্রচলিত ধারাকে পরিহার করে সবাই যেন আকাবির ও আসলাফের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করত; বক্তৃতাকে তথ্য নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হই। পরিশেষে লেখক তার মনের ভাবধারাকে লেখনির মাধ্যমে বাস্তবরূপ দিয়ে পাঠক মহলে পেশ করার জন্য আমি মোবারকবাদ জানাই এবং হৃদয়ের গভীর থেকে দুআ করি মহান আল্লাহ পাক যেন আমার স্নেহের হারুন রসূলাবাদীকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আর বইটির মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ সহজ করেন পাশাপাশি বইটিকে নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবূল করেন। আমীন।

(মুজাফ্‌ফর হুসাইন)

বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন ও শিক্ষানুরাগী ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস, বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, মাতোয়াইল যাত্রাবাড়ি ঢাকা-এর সম্মানিত খতীব হযরত
মাওলানা আঃ ওয়াদুদ সাহেব (দা.বা.)-এর

অভিমত ও দুআ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ۔ قال النبى الكريم عليه التحيه والتسليم : عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فان الله تعالى يحى القلب الميت بنور الحكمة ۔ او كما قال عل

'ইসলাম' আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পছন্দনীয় ধর্ম। এই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সুবিশাল দায়িত্ব গোটা মুসলিম জাতির উপর অর্পিত। এ প্রচার কার্য বিভিন্ন আঙ্গিকে হতে পারে। যেমন–ওয়াজ-নছীহত, বক্তৃতা, ভাষণ, সভা-সমিতি, সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, লিখকের লেখনি, ইলেক্ট্রিট মিডিয়া অথবা প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি উল্লেখিত প্রচার/প্রসার মাধ্যমগুলোর দ্বারা। সবচেয়ে দ্রুত/তাড়াতাড়ি উপকৃত হওয়া যায় 'ওয়াজ, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে। কারণ ৫০/৬০ মিনিট ওয়াজ বা ভাষণের দ্বারা হাজার হাজার মুসলমানকে ঈমানদীপ্ত জীবনে উৎসাহিত করে সহজ-সরল পথের দ্বারা আল্লাহর চিরস্থায়ী দামী বাড়ি জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানানো সম্ভব। তবে শর্ত হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পবিত্র বাণীকে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করা এবং পালন করার যেখানে তিনি বলেছেন,

عليكم بمجالسة العلماء وإستماع كلام الحكماء فان الله تعالى يحى القلب الميت بنور الحكمة ۔

প্রজ্ঞাবান লোকদের নিকট এস এবং তাঁদের কথাগুলো খুব মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। কারণ আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা মৃত অন্তরগুলো জীবিত করে দিবেন।

এ পর্যায়ে আমার স্নেহাস্পদ সুলেখক মুফতী হারুন রসূলাবাদী লিখিত 'ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি' নামক বইটি বার বার পড়েছি। আমার মনে বিশাল জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে যে, এর দ্বারা বক্তা, শ্রোতা, উপস্থাপক, পরিচালক, আয়োজক, শিক্ষার্থী সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মনেও জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং সকলেই ব্যাপক উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

কথায় বলা হয়,

'যুগ-যমানা পাল্টে দিতে চাই না অনেকজন
একটি মানুষ আনতে পারে জাতির জাগরণ।'

আশা করি দেশ-জাতিকুল মুসলিম উম্মাহ এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের তারাক্কী-উন্নতী ও সমৃদ্ধিকর পথ পাবে। আল্লাহ লেখকের এ সুকঠিন পরিশ্রমকে কবূল করুন এবং তার ক্ষুরধার লিখনীতে আরও বরকত দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

(আঃ ওয়াদুদ)

বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন ও শিক্ষানুরাগী **হযরত মাওলানা ইউসুফ সাদিক হক্কানী** সাহেব (দা. বা.) ইমাম ও খতীব : মাতবর বাজার জামে মসজিদ, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা-এর

অভিমত ও দুআ

আমার স্নেহের উদীয়মান তরুণ লেখক, সুযোগ্য আলেমেদ্বীন, মুফতী রসুলাবাদী রচিত 'ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি' নামক বইটির পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু অংশ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। মাশাআল্লাহ এই মুহূর্তে রচনাটি প্রকাশ পাওয়ায় মুসলিম মিল্লাতের বড় ধরনের একটি অভাবের অবসান ঘটল।

একজন বক্তা বা আলোচক হতে হলে তাকে কুরআন ও হাদীসের এবং ইসলামী অন্যান্য বিষয়াবলির উপর কী পরিমাণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তার আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের হওয়া উচিত লেখক তার রচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। ইদানিং আমাদের সমাজে বক্তা বা শ্রোতার সংখ্যা একেবারে কম নয় বরং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি হতে চলছে। তবে যোগ্যতা এবং দক্ষতার নিরিখে এ ময়দানে ক'জন বক্তার আনাগোনা সেটা কিন্তু বড় ধরনের একটা প্রশ্ন। আর একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, বক্তার যোগ্যতা ও আমলের প্রভাব অবশ্যই শ্রোতাদের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। তাই বক্তার আলোচনার গতিধারা যে ধরনের প্রকাশ পায় শ্রোতারাও তার থেকে সে ধরনের উপকৃত হয়ে থাকে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, আমলহীন ও অযোগ্য বক্তার আলোচনার দ্বারা শ্রোতার লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বঞ্চিত থেকে যায়। সুতরাং আলোচকের যোগ্যতা ও আমলের প্রভাব শ্রোতাদের

অন্তরে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে ছাড়ে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে লেখক তার জ্ঞানগর্ব লেখনির মাধ্যমে আলোচক, আয়োজক, পরিচালক ও অন্যান্য বিষয়ের উপর স্থানকাল পাত্র হিসেবে যেমনটি হওয়া উচিত সে ক্ষেত্রে আলোকপাত করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি। তাই এ মুহূর্তে তাকে হৃদয়ের মণিকোঠা থেকে বলতে বাধ্য হচ্ছি–

হে স্নেহভাজন লেখক!

'জাযা কাল্লাহু খায়রাল জাযায়ে।'

তাই আলোচনার ময়দানে যারা খেদমত করেছেন, তারা যদি এ রচনটি সামনে রেখে এরই মাপকাঠিতে আলোচনা করতে পারেন তবে এর দ্বারা শ্রোতারা বড় ধরনের লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে বইটির ব্যাপক প্রচার প্রসার এবং লেখকের দীর্ঘায়ু ও ভবিষ্যতের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও তারাক্কি কামনা করছি।

ইউসুফ সাদিক হক্কানী
১৩/০৬/১৫ ইং
(ইউসুফ সাদিক হক্কানী)

লেখকের কথা

نحمده ونصلی علی رسوله الكريم

আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। যিনি মানুষ সৃষ্টি করে বয়ান শিক্ষা দান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

'মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বয়ান শিখিয়েছেন।

নিজে জানা এবং অন্যকে বোঝানো দুটি আলাদা দক্ষতা এবং ক্ষমতা। অনেকেই অনেক কিছু জানেন; কিন্তু বোঝাতে গেলে ঠিকমত মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। তার মানে তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারেন না। কারও বক্তৃতা ১০ মিনিট চলার পরই শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে উঠার জন্য এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন। আবার কারও কথা সারারাত ধরে বসেও শুনতে ইচ্ছা হয়। তাই সুন্দর স্বরে, বুলন্দ আওয়াজে যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং অন্যকে বোঝানোর দক্ষতা অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। মনে রাখতে হবে, বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা সহজে আয়ত্ব হয় না, এ জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়। যিনি দ্বীনের দাওয়াত দিবেন তাকে অবশ্যই মিষ্টভাষী এবং সুললিত কণ্ঠের আকষর্ণীয় বক্তা হতে হবে।

ভালো বক্তার দু-ধরনের গুণ থাকে। ১. বক্তা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করতে পারেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন, ২. আবার অনেক সময় উপস্থিত মুহূর্তের মধ্যে অল্প বক্তৃতা দিয়েও তিনি সমাবেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে করতে পারেন আর মুগ্ধ করতে পারেন সকলকে। তাই সুদীর্ঘ বক্তৃতার যেমন প্রয়োজন আছে, ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতারও তেমনি প্রয়োজন। যেমন কোনো সভা-সমাবেশ ও সেমিনারে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি ও সভাপতির বক্তৃতার জন্য ১ ঘণ্টার বেশি সময় নির্দিষ্ট থাকে। অন্যান্য বক্তাদের সাধারণত সময় দেওয়া হয় মাত্র ৫ মিনিট। যা বলতে হয় এ সময়ের মধ্যেই গুছিয়ে বলতে হয়। ভালো বক্তাগণ পূর্বে থেকে ঠিক করে রাখেন ২০ মিনিট সময় দেওয়া হলে কী কী পয়েন্ট

বলবেন? আর ৫ মিনিট সময় থাকলে তার মধ্যে কী কী পয়েন্ট বলবেন। আগে থেকে ঠিক করে না রাখলে এই অল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে বলা যায় না এবং বক্তৃতাও তেমন শ্রুতি মধুর হয় না। এ সকল বিষয়গুলোর উপরই আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রন্থটি বক্তা, শ্রোতা, আয়োজক, পরিচালক ও শিক্ষার্থী সকলেরই উপকারে আসবে বলে আমি আশাবাদী। তাছাড়া গ্রন্থটি একজন বক্তৃতা প্রশিক্ষকের মতোই কাজ করবে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি'।

সম্প্রতি বক্তৃতার উপর বাজারে অনেক মানসম্মত বই বেরিয়েছে এবং তা যথেষ্ট উপকারী। তার পরও নবীন ওয়ায়েজ এবং ছাত্রদের কেউ কেউ এ বিষয়ে কলম ধরতে আবেদন জানালেন। তাদের ধারণা আমি যেহেতু লেখালেখির পাশাপাশি এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াতী মেহমান হয়ে অংশগ্রহণ করে থাকি। তাই বোধ হয় এ বিষয়ের নিয়ম-কানুনগুলোও রপ্ত করেছি এবং হয়তো কিছু লিখতেও পারব। অথচ আমি তাদের ধারণা থেকে বহু দূরে। তবে আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সুধারণা অনুযায়ী আমাকে কবূল করে নেন এবং তাওফিক দান করেন। অনেকদিন পূর্বেই এ কাজে হাত দেওয়া হয় এবং কিছু কাজ করাও হয়; কিন্তু দ্বীনি অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন তা আর সমাপ্ত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এদিকে ছাত্রদের অধীর আগ্রহ পীড়া-পীড়ি এবং বন্ধু বান্ধবদের উৎসাহ উদ্দীপনায় কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার চেষ্টা করি—আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

পাঠক মহলে আরজ এই যে, গ্রন্থটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নির্ভুল করার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে। তথাপিও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এজন্য আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কোনো সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর করি এবং আবেদন জানাই তিনি যেন এ ক্ষুদ্র খেদমতকে পরকালের নাজাতের জরিয়া হিসেবে কবূল করে নেন।

-হারুন রসূলাবাদী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বক্তৃতা কি?..১৯
বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা..১৯
কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে বক্তৃতার গুরুত্ব..২৩
বক্তার নিয়ত কী হবে?..২৬
শ্রোতাদের পছন্দনীয় বক্তা কে?..২৭
বক্তাদের যে সকল গুণাবলী থাকা প্রয়োজন..২৭
১. জড়তামুক্ত জিহ্বা..২৭
২. ব্রেক..২৮
৩. জ্ঞান-বিদ্যা বা ইলম..৩১
৪. মেধা-বুদ্ধি ও ব্রেইন..৩৩
জনপ্রিয় বক্তাদের গুণাবলী..৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
সুবক্তা হওয়ার কলা-কৌশল..৩৬
গ্রহণযোগ্য ও সুপ্রিয় বক্তা হওয়ার কলা-কৌশল..৩৭
বক্তৃতা শেখার সহজ পদ্ধতি..৪১
১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ..৪১
২. প্রশিক্ষণ মজলিশ..৪২
৩. লক্ষ্য স্থির করা..৪২
৪. বক্তৃতা অনুসরণ..৪২
৫. নিভৃতে ও নির্জনে চর্চা..৪৪
৬. অধিক পরিমাণে বই-কিতাব পাঠ করা..৪৪
৭. সামাজিক কাজকর্মে অংশ নেওয়া..৪৪
৮. প্রদত্ত বক্তৃতার দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা..৪৫
বক্তৃতায় ভয় দূর করার পদ্ধতি..৪৫
ভয় ও মানসিক দুর্বলতা দূর করার কৌশল..৪৮
অতিদ্রুত শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কৌশল..৫০
বক্তা হওয়ার জন্য সুর আবশ্যক নয়..৫১
ওয়াজ বক্তৃতা ও বয়ানের পূর্বে কিছু আমল..৫২

তৃতীয় অধ্যায়

বক্তৃতা কত প্রকার ও কি কি?...৫৪
১. জনসভা ও পথ সভার বক্তৃতা.......................................৫৫
২. সাধারণ সভা বা আলোচনা সভার বক্তৃতা...........................৫৫
৩. সমাবেশ-মহাসমাবেশে বক্তৃতা.......................................৫৫
উপস্থিত (তাৎক্ষণিক) বক্তৃতার প্রস্তুতির নিয়ম..................................৫৫
উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়াবলী...৫৮
কিছু বিষয়ের নমুনা..৫৮
পূর্ব নির্ধারিত বক্তৃতার প্রস্তুতি..৬০
পূর্ব নির্ধারিত বক্তৃতার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়
খেয়াল রাখতে হবে..৬০
প্র্যাকটিস করার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত.......................৬২

চতুর্থ অধ্যায়

বক্তৃতার পূর্বে করণীয়...৬৪
বক্তৃতার সময় লক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়সমূহ....................................৬৫
বক্তৃতার সময় যে সকল বিষয় পরিহার করা উচিত...........................৭৪
বক্তৃতায় বজর্নীয় বিষয়সমূহ...৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে বক্তৃতা করা............................৭৮
বক্তৃতায় সমালোচনা পরিহার করা...৭৯
বক্তৃতা হচ্ছে একটি যুদ্ধাস্ত্র যা দিয়ে বাতিলের মুকাবেলা করা যায়........৮০
বক্তৃতা অস্ত্রে যেভাবে ভারতের বোম্বাই শহর বিজয় লাভ করলো..........৮১
সম্বোধনসূচক শব্দের ব্যবহার...৮২
বক্তৃতায় দলিল প্রমাণের উদ্ধৃতি প্রদান..৮৪
বক্তৃতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিধান....................................৮৫
কে ওয়াজ করতে পারে?..৮৫
কতিপয় নামধারী অজ্ঞ তাবলীগী ভাইদের ওয়াজ করা প্রসঙ্গে.............৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
বক্তৃতা পদ্ধতি কেমন ছিল?..৯০

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা মঞ্চ..........৯০
২. শ্রোতাদের বয়স ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা..........................৯১
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহজ ও সাবলীল ভাষায় বক্তৃতা...৯১
৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা......................................৯২
৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য...৯২
৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো একাধিকবার উচ্চারণ..................................৯৩
৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে শ্রোতাদের প্রশ্ন করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দান করতেন.............৯৩
৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতায় যেভাবে কৌতুহল সৃষ্টি করতেন.......................................৯৪
৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতায় ঐকান্তিকতা ও কল্যাণ-কামিতা......................................৯৫
১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা....৯৫
১১. বক্তৃতার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গ ব্যবহারের ধরন..৯৫
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য...৯৬

সপ্তম অধ্যায়

শ্রোতাভেদে বক্তৃতা করার নিয়ম..৯৭
গাম্ভির্যতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা..৯৮
বক্তৃতার খসরা তৈরির পদ্ধতি...৯৮
বক্তৃতার সময় অঙ্গ-ভঙ্গি কেমন হবে...১০২
কণ্ঠ ব্যবহার...১০৬

অষ্টম অধ্যায়

বক্তা হওয়ার পথে বাধা কি কি?..১০৮

১. মানসিক দুর্বলতা..১০৮
২. মুখের জড়তা..১০৮
৩. ভাষাগত সমস্যা..১০৯
৪. জ্ঞানের অভাব..১১০
৫. ঠাট্টা-মশকারা ও উত্যক্ততা.......................................১১০
বক্তার লেবাস-পোশাক...১১২
বক্তৃতার শেষ কিভাবে হবে?...১১৩
বক্তৃতা শেষে করণীয়...১১৬
দাওয়াতী বয়ানের নিয়ম..১১৭
বিতর্ক সভা ও প্রতিযোগিতামূলক বক্তৃতা.............................১১৭
বিতর্ক ও প্রতিযোগিতামূলক বক্তৃতার নিয়মাবলী.................১১৮
(ক) ভূমিকা উপস্থাপন..১১৮
(খ) সম্বোধন মাধুর্যতা...১১৮
(গ) পয়েন্ট আউট ও বিশ্লেষণ..১১৮
(ঘ) তথ্য ও উদাহরণ পেশ করা...১১৯
(ঙ) বির্তক ও প্রতিযোগিতায় অঙ্গ ব্যবহার..........................১১৯
(চ) নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা..................................১১৯
(ছ) উপস্থাপন পদ্ধতি...১২০
বির্তক সভায় প্রতিপক্ষের উপর বিজয় লাভ করার
কতিপয় কলা-কৌশল...১২০
রাজনৈতিক বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম..................................১২৩
উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বক্তৃতার নিয়ম.......................................১২৫
গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় বক্তৃতার নিয়ম...................................১২৫
পূর্ববর্তী বক্তার সঙ্গে কিভাবে দ্বিমত পোষণ করবেন?..............১২৬

নবম অধ্যায়

বক্তৃতার উপস্থাপন ভঙ্গি ও সুবচন...১২৭
বক্তৃতা প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ....................................১২৮
(ক) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা...১২৮
(খ) লক্ষ্য নির্ধারণ..১২৮
(গ) অধ্যয়ন...১২৯

(ঘ) পর্যবেক্ষণ..১২৯
(ঙ) নির্ভৃত্বে নির্জনে চর্চা..১২৯
(চ) ছোট ছোট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ.....................................১৩০
(ছ) আত্ম পর্যালোচনা..১৩০
(জ) বড় বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ..১৩১
যাদের জন্য ওয়াজ করা নিষেধ...১৩১
অজ্ঞ বক্তাদেরকে শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়...............................১৩২
পরহেযগার বক্তাকে শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়...........................১৩৩
পথভ্রষ্ট ও অজ্ঞ বক্তাগণ যেভাবে বক্তৃতা দেয়................................১৩৫
ওয়ায়েজ-বক্তা, শিক্ষক, দায়ী, পীর, ইমাম-নেতা প্রত্যেকে
নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখতে হবে.....................................১৩৭
কতিপয় অশিক্ষিত ও অসতর্ক বক্তাদের আজব কাহিনী....................১৪০

দশম অধ্যায়

ওয়াজ করার জন্য শর্তাবলী...১৪৬
ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের জাল হাদীস বা
বানানো হাদীস বর্ণনা করা প্রসঙ্গে..১৪৬
জাল হাদীস বর্ণনা করা বা হাদীস বানানোর পক্ষে বক্তাদের দলিল......১৪৭
ওয়াজ-বক্তৃতায় জাল হাদীস বর্ণনার হুকুম...................................১৪৯
কতিপয় জাল হাদীসের নমুনা যা কোনো কোনো
বক্তাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়..১৫০
ওয়াজ-বক্তৃতা ভাষণ শ্রবণের নীতিমালা ও শ্রোতাদের করণীয়...........১৫৫
বক্তা যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম পদ্ধতি..১৫৭
অযোগ্য নামধারী বক্তার বয়ান শুনে ভুল আমল
করার জন্য দায়ী কে?..১৫৮
যাচাই করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়...১৫৯
ওয়াজ-বক্তৃতা শোনার কতিপয় আদব..১৬০

একাদশ অধ্যায়

ইমাম ও খতীবগণের মসজিদে বয়ান ও বক্তৃতা পেশ করার পদ্ধতি.....১৬২
দাওয়াত ও তাবলীগে গিয়ে বক্তৃতা প্রদানের কলা-কৌশল...............১৬৬

দায়ী বা দাওয়াত-দাতার কর্তব্য..১৬৭
দাওয়াত-দাতাদের কিছু ভুলভ্রান্তি...১৬৮
সভা-সমাবেশে মোনাজাত করার পদ্ধতি...................................১৭০
সভা শেষে ধন্যবাদ জানানোর নিয়ম...১৭০

দ্বাদশ অধ্যায়

সভা-সমাবেশ, মাহফিল-সেমিনার, পরিচালনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি.....১৭১
পরিচালক ও উপস্থাপকের গুণাবলী..১৭১
উপস্থাপনার কিছু নমুনা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত.......................১৭৩
পরিচালনা পদ্ধতি-১...১৭৭
পরিচালনা পদ্ধতি-২...১৭৮
পরিচালনা পদ্ধতি-৩...১৭৯
পরিচালনা পদ্ধতি-৪...১৮০
পরিচালনা পদ্ধতি-৫...১৮১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মাহফিল, সভা-সমাবেশ, সেমিনারের আয়োজন
ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি...১৮২
বক্তা বা অতিথিদের থাকা খাওয়া ও সেবা যত্ন করা কর্তৃপক্ষের
ঈমানী দায়িত্ব, এতে অবহেলা করা চলবে না...............................১৮৩
ফার্সী কবি মাওলানা আঃ রহমান জামী (রহ.)-এর মজার ঘটনা.........১৮৪
ওয়াজ-বক্তৃতা ও সভা-সমাবেশের ক্ষেত্রে মাওলানা
হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী (দা.বা.) এর দিক-নির্দেশনা...................১৮৬